

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল  
বেঞ্চ-২

আপিল নম্বর : ভ্যাট-১৮৯/২০২১  
তারিখ : ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

১৪২৯ বঙ্গাব্দ  
রায় ও আদেশের শিরোভাগ

উপস্থিত সদস্য : ১। ড. মোঃ মতিউর রহমান, সদস্য (কমিশনার)  
২। মোঃ সোহেল আহমেদ, সদস্য (জেলা ও দায়রা জজ)

১। আপীলকারী/আবেদনকারী : মেসার্স রিলায়েন্স ক্যান ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাঃ) লিমিটেড, এ-৩৩ ও ৩৪, বিসিক শি/এ কালুরঘাট, চট্টগ্রাম।

২। প্রতিবাদী/রেসপনডেন্টপক্ষ : কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, চট্টগ্রাম।

৩। আপীলকারী/আবেদনকারীর প্রতিনিধি : উপস্থিত।

৪। প্রতিবাদী/রেসপনডেন্টের প্রতিনিধি : উপস্থিত।

৫। মামলার শুনানী গ্রহণের তারিখ : ১৪-৯-২০২২ খ্রিঃ।

৬। মামলার আদেশ প্রদানের তারিখ : অক্টোবর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ।  
কার্তিক ১৪২৯ বঙ্গাব্দ।

৭। তর্কিত আদেশ নং, তারিখ এবং আদেশ প্রদানকারীর বর্ণনা : কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম  
কর্তৃক ২০-৯-২০২১ তারিখে প্রদত্ত আদেশ নং-৪র্থ/এ(১২)২১৬/মূসক-পরিহার/রিলায়েন্স ক্যান/সংদঃ/ ২০২০/৫১৪৩।

৮। বিবেচনাধীন উপস্থাপিত নথিপত্র : ৪র্থ/এ(১২)২১৬/মূসক-পরিহার/রিলায়েন্স ক্যান/সংদঃ/২০২০।

মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম কর্তৃক ২০-৯-২০২১ তারিখে প্রদত্ত আদেশ নং-৪র্থ/এ(১২)২১৬/মূসক-পরিহার/রিলায়েন্স ক্যান/সংদঃ/ ২০২০ মূলে প্রদত্ত তর্কিত আদেশ দ্বারা সংশ্লিষ্ট হয়ে আপীলকারী মেসার্স রিলায়েন্স ক্যান ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাঃ) লিমিটেড অত্র আপিল মোকদমা আনয়ন করেছেন।

২. আমদানিকারক মেসার্স রিলায়েন্স ক্যান ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাঃ) লিমিটেড (ব্যবসা সনাক্তকরণ সংখ্যা: ০০০২৫৬৪২১ - ০৫০৪), এ-৩৩ ও ৩৪, বিসিক শি/এ, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম নামীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জুলাই/২০১৯ খ্রিঃ হতে

সেপ্টেম্বর/২০১৯খ্রিঃ কর মেয়াদ পর্যন্ত ২৬,৪৯,০১৩.৭৪ টাকা, অক্টোবর/২০১৯ খ্রিঃ হতে নভেম্বর/২০১৯ পর্যন্ত ৩৬,৭০,৮২৩.৪২ টাকা এবং সেপ্টেম্বর/২০২০খ্রিঃ করমেয়াদে ৩,৮৪,৮৮০.০০ টাকাসহ সর্বমোট (২৬,৪৯,০১৩ + ৩৬,৭০,৮২৩.৪২ + ৩,৮৪,৮৮০.০০) = ৬৭,০৪,৩১৭.১৬ (সাতষট্টি লক্ষ চার হাজার তিনশত সতের দশমিক এক ছয়) টাকা উপকরণ-উৎপাদ সহগ মুসক ৪.৩ ঘোষণায় সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরে দাখিল না করে বিধি বহির্ভূতভাবে রেয়াত গ্রহণ করেছেন। যা মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা-৪৬ এর উপধারা (১) এর দফা (ড) মোতাবেক বাতিলযোগ্য বিধায় একই আইনের ধারা-৭৩ এর উপধারা (২) অনুযায়ী কর

নির্ধারণযোগ্য। আপনার/ আপনাদের প্রতিষ্ঠানের এহেন কার্যক্রম মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা-৩২(৫), ৩৩, ৪৫, ৪৬(ড), ৬৪ ও ৭৩ এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি-২১ ও ২৫ এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। আলোচ্য প্রতিবেদন, কারণ দর্শানো নোটিশ, কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব, পর্যালোচনা প্রতিবেদন, শুনানী গ্রহণ, সংশ্লিষ্ট নথিসহ অন্যান্য দলিলাদি পাঠ ও পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মেসার্স রিলায়েন্স ক্যান ইন্ডাঃ (প্রাঃ) লিঃ, (ব্যবসা সনাক্তকরণ সংখ্যা: ০০০২৫৬৪২১ - ০৫০৪), এ-৩৩ ও ৩৪, বিসিক শি/এ, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম নামীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জুলাই/২০১৯ খ্রিঃ হতে সেপ্টেম্বর/২০১৯ খ্রিঃ করমেয়াদ পর্যন্ত ২৬,৪৯,০১৩.৭৪ টাকা অক্টোবর/২০১৯ খ্রিঃ হতে নভেম্বর/২০১৯ পর্যন্ত ৩৬,৭০,৮২৩.৪২ টাকা এবং সেপ্টেম্বর/২০২০ খ্রিঃ করমেয়াদে ৩,৮৪,৪৮০.০০ টাকাসহ সর্বমোট (২৬,৪৯,০১৩ + ৩৬,৭০,৮২৩.৪২ + ৩,৮৪,৪৮০.০০) = ৬৭,০৪,৩১৭.১৬ (সাতষট্টি লক্ষ চার হাজার তিনশত সতের দশমিক এক ছয়) টাকা উপকরণ-উৎপাদ সহগ মূসক ৪.৩ ঘোষণায় সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরে দাখিল না করে বিধি বহির্ভূতভাবে রেয়াত গ্রহণ করেছেন। যা মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা-৪৬ এর উপধারা(১) এর দফা (ড) মোতাবেক বাতিলযোগ্য বিধায় একই আইনের ধারা-৭৩ এর উপধারা (২) অনুযায়ী কর নির্ধারণযোগ্য মর্মে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা-৭৩(১) মোতাবেক কর নির্ধারণী নোটিশ জারী করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠান কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন। তৎপরবর্তী আলোচ্য আপত্তিটি আইনানুগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। শুনানীতে প্রতিষ্ঠানের লিখিত জবাব দলিলাদির ও প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধির বক্তব্য পর্যালোচনা করে আইন ও বিধির আলোকে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সার্বিক বিষয়টি যাচাইপূর্বক অপরিশোধিত মূসকের পরিমাণ নিরূপণ করে বিচারাদেশের জারীর পূর্বে একটি প্রতিবেদন দাখিল করার উদ্দেশ্যে ০৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটি গত ১৪-৭-২০২১ খ্রিঃ তারিখের একটি প্রতিবেদন দাখিল করেন। তৎপ্রেক্ষিতে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা- ৩২(৫), ৩৩, ৪৫, ৪৬(ড), ৬৪ এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি-২১ ও ২৫ এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘনপূর্বক মেসার্স রিলায়েন্স ক্যান ইন্ডাঃ (প্রাঃ) লিঃ, এ-৩৩ ও ৩৪, বিসিক শি/এ, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম নামীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক

৬৫,৯৭,৫৯৫.৩ (পঁয়ষট্টি লক্ষ সাতানব্বই হাজার পাঁচশত পঁচানব্বই দশমিক তিন শূন্য) টাকা বিধি-বহির্ভূত গৃহীত রেয়াত এবং মূসক পরিহার করার বিষয়টি সন্দেহাতীত প্রমাণিত হওয়ায় তা আদায়ের লক্ষ্যে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ ধারা-৭৩(২) মোতাবেক প্রতিষ্ঠানটির নিকট চূড়ান্ত ন্যায় নির্ণয় আদেশ জারী করা হয়। উক্ত আদেশ দ্বারা সংশ্লিষ্ট হয়ে আপিলকারী পক্ষ অত্র ট্রাইব্যুনালে এই আপিলটি আনয়ন করেন।

### বিচার্য বিষয়

- (১) কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশটি আইন ও বিধি সংগত হয়েছে কিনা?
- (২) আপীলকারীপক্ষ প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পেতে পারেন কিনা?

### আলোচনা

#### বিচার্য বিষয় নং ১ ও ২:

৩. পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে ১ ও ২ নং বিচার্য বিষয় একত্রে আলোচনায় নেয়া হলো। শুনানীকালে উভয় পরে প্রতিনিধির বক্তব্য শোনা হয়। নথিতে দাখিলকৃত উভয় পরে কাগজপত্র ও কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত তর্কিত আদেশ পর্যালোচনা করা হয়।

### আপিলকারীপক্ষের বক্তব্য

৪. শুনানীকালে আপিলকারীপক্ষ উপস্থিত হয়ে আপিল আবেদনে এরূপ উল্লেখ করেন যে, অতপর, আপীলকারী প্রতিষ্ঠানের পন্য উৎপাদন সরবরাহ ও রেয়াত সর্বোপরি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঘোষিত এবং বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে বিগত ১৯-৮-২০১৮ খ্রিঃ যথারীতি আইন ও বিধি মোতাবেক রেয়াত গ্রহণ করা হয়েছে এবং ১৯-১২-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে মূসক-৪.৩-এ উৎপাদক ও উপকরণ সহগ দাখিল করা হলে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয় তা যথাযথ পরীক্ষা-নীক্ষা করে অনুমোদনও করেছেন। আলোচ্য ক্ষেত্রে, আপীলকারী কোন প্রকার বে-আইনী উদ্দেশ্যে উক্ত রেয়াত গ্রহণ করেন নাই। তাই মূসক কর্তৃপক্ষের এ ধরনের অনৈতিক সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট আইনের পরিপন্থী এবং রেয়াত বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রত্যাখরযোগ্য। অতপর, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ ও বিধিমালা ২০১৬

বিগত ১-৭-২০১৯ খ্রিঃ হতে কার্যকর করা হয়েছে। উক্ত আইন ও বিধিমালা মূল্য সংযোজন কর আইন ও বিধিমালা, ১৯৯১ এর আংশিক পরিবর্তন পূর্বক প্রবর্তন করা হয়েছে। অধিকন্তু, নতুন আইন ও বিধিমালায় উৎপাদ উপকরণ ও সহগ ও রেয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে তেমন কোন পরিবর্তন কিংবা পরিবর্তন আনা হয়নি। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, উৎপাদন উপকরণ সহগ ও উপকরণ রেয়াত প্রাপ্তির কিংবা গ্রহণের ক্ষেত্রে পূর্বের মূসক আইনের মতই বিধি বিধান রাখা হয়েছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে, কোন অসংগতি না থাকলেও মূসক কর্তৃপক্ষ নতুন কর মেয়াদে নতুন আইন মোতাবেক উৎপাদ উপকরণ সমূহ দাখিল না করার অযুহাতে রেয়াত বাতিলের উত্তরপক্ষ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ Arbitrary। অতপর, আপীলকারী প্রতিষ্ঠান নিয়মিত সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরে যোগাযোগ তথা সার্কেলে মূসক রিটার্ন দাখিল করে আসছেন এবং মূসক কর্তৃপক্ষ আপীলকারী প্রতিষ্ঠান যথারীতি মনিটরিং করছেন। আলোচ্যক্ষেত্রে, নতুন আইনে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা ২০১৬ প্রবর্তনের বিষয়টি আপীলকারীকে মোখিবভাবে কিংবা কোন পত্র যোগাযোগের মাধ্যমেও অবহিত করা হয়নি। উল্লেখ্য, মূসক কর্তৃপক্ষের শুধুমাত্র রাজস্ব আদায়ের বিষয়টি মুখ্য নহে, রাজস্ব দাতাকে রাজস্ব প্রদানে উৎসাহী করা তথা আইন ও বিধির পরিবর্তন সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করাও আবশ্যিক বটে। তাই মূসক কর্তৃপক্ষের এ ধরনের অসতর্কতার কারণে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতির বিষয়টি বিবেচনার দাবী রাখে এবং প্রতিকার পাইতে আইনতঃ হকদার। অতপর, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালার বিধি-১১৯ (২) (ক)-তে বর্ণিত “মূল্য সংযোজন কর ১৯৯১ খ্রিঃ এর বিধিমালা রহিত করা সত্ত্বেও উক্ত বিধিমালার অধীনকৃত বা গৃহীত ব্যবস্থা একই বিধিমালার অধীনকৃত বা গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য হবে”। উল্লিখিত বিধিমালার আলোকে আপীলকারী রেয়াত বাতিলের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বিধি বহির্ভূত এবং আইন ও বিধি অনুযায়ী বাতিলকৃত রেয়াত ফেরতযোগ্য। অতপর, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ১১৯(২)(খ)-তে আরও বর্ণিত “মূল্য সংযোজন কর ১৯৯১ খ্রিঃ এর বিধিমালা রহিত করা সত্ত্বেও উক্ত বিধিমালার অধীন প্রদত্ত মূসক আদেশ বা নোটিশ একই বিধিমালার অধীন প্রণীত, প্রদত্ত বা জারীকৃত হয়েছে বলে গণ্য হবে”। তাই সে বিবেচনায় (Input output co-efficient) দাখিল না করার অযুহাতে আপীলকারী প্রতিষ্ঠানের রেয়াত বাতিলের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ আইন ও বিধি বহির্ভূত এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের

নির্দেশনার পরিপন্থী। এ প্রসঙ্গে জাঃ রাঃ বোর্ড মনে করেন “একটি নতুন আইন বাস্তবায়ন করতে গেলে কর ফাঁকি হয় না নিশ্চিত হয়ে শুরুতে ছয় মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত ট্রানজেকশনাল পিরিয়ড হিসেবে ট্যাক্সপেয়ারদেরকে সুযোগ দিতে হবে”। আলোচ্য ক্ষেত্রে, বিজ্ঞ কমিশনার মহোদয় উল্লিখিত বক্তব্য আমলে নেন নাই, যা বিবেচনা করা উচিত ছিল বলে আপীলকারী মনে করেন। অতপর, আপীলকারী প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় হিসাব পুস্তক, কর চালানপত্র ও মাসিক দাখিলপত্র যথাযথভাবে পরীক্ষান্তে মূসক কর্তৃপক্ষ কোন অনিয়ম বা মূসক ফাঁকির তথ্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ফলে রেয়াত বাতিলের সিদ্ধান্তটি মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইনের ধারা-১৩৭ ও একই বিধির ১১৯ অনুযায়ী প্রত্যাহারযোগ্য। অতপর, মূসক আইন ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ১২২ (২) ধারায় শর্তযুক্ত মোতাবেক দাবীকৃত করের ২০% হারে ১৩,১৯,৫২০ টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। সেই বিবেচনায় বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালে আপীলটি গ্রহণযোগ্য;

আপীলকারীপক্ষ আরো উল্লেখ করেন যে, আপীলকারীর বিরুদ্ধে মূসক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বর্ণিত অভিযোগের বর্ণনায় বলা হয়েছে, অত্র প্রতিষ্ঠানটি জুলাই/২০১৯ খ্রিঃ হতে সেপ্টেম্বর/২০১৮ খ্রিঃ কর মেয়াদ পর্যন্ত ২৬,৪৯,০১৩.৭৪ টাকা ও অক্টোবর/২০১৯ খ্রিঃ হতে নভেম্বর/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত ৩৬,৭০,৮২৩.৪২ টাকা এবং সেপ্টেম্বর/২০২০ খ্রিঃ কর মেয়াদে বিভিন্ন সময়ে সর্বমোট ৬৭,০৪,৩১৭.১৬ টাকা রেয়াত, মূসক আইন, ১৯৯১ অনুযায়ী (মূসক-১) ঘোষণার মাধ্যমে গ্রহণ করেছেন। তর্কিত বিষয়, পুরাতন আইনের পরিবর্তে, নতুন আইন মোতাবেক প্রতিষ্ঠানটি উপকরণ-উৎপাদ সহগ (মূসক-৪.৩) ঘোষণাপত্র সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরে দাখিল না করায় রেসপনডেন্ট পক্ষ উক্ত রেয়াত বাতিল করায় অত্র আপীলের উদ্ভব। যেহেতু, আপীলকারী প্রতিষ্ঠানের পন্য উৎপাদন সরবরাহ ও রেয়াত সর্বোপরি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঘোষিত এবং বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে বিগত ১৯-৮-২০১৮ খ্রিঃ যথারীতি আইন ও বিধি মোতাবেক রেয়াত গ্রহণ করা হয়েছে এবং ১৯-১২-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে মূসক-৪.৩ এ উপকরণ-উৎপাদ সহগ দাখিল করা হলে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয় তা যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অনুমোদনও করেছেন। আলোচ্য ক্ষেত্রে, আপীলকারী কোন প্রকার বে-আইনী

উদ্দেশ্যে উক্ত রেয়াত গ্রহণ করেন নাই। তাই মূসক কর্তৃপক্ষের এ ধরনের অনৈতিক সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট আইনের পরিপন্থী এবং রেয়াত বাতিলের সিদ্ধান্ত অগ্রহণযোগ্য। যেহেতু, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ ও বিধিমালা ২০১৬ বিগত ১-৭-২০১১ খ্রিঃ হতে কার্যকর করা হয়েছে। উক্ত আইন ও বিধিমালায় মূল্য সংযোজন কর আইন ও বিধিমালা, ১৯৯১ এর আংশিক পরিবর্তন পূর্বক প্রবর্তন করা হয়েছে। অধিকন্তু, নতুন আইন ও বিধিমালায় উপকরণ-উৎপাদ সহগ ও রেয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে তেমন কোন পরিবর্তন কিংবা পরিবর্তন আনা হয়নি। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, উপকরণ-উৎপাদ সহগ ও উপকরণ রেয়াত প্রাপ্তি কিংবা গ্রহণের ক্ষেত্রে পূর্বের মূসক আইনের মতই বিধি-বিধান রাখা হয়েছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে, কোন অসংগতি (inconsistence) না থাকলেও মূসক কর্তৃপক্ষ নতুন কর মেয়াদে নতুন আইন মোতাবেক উপকরণ-উৎপাদ সহগ দাখিল না করার অযুহাতে রেয়াত বাতিলের উক্তরূপ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ Arbitrary। যেহেতু, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালার বিধি-১১৯ (২) (ক)-তে স্পষ্টতঃ বর্ণিত "মূল্য সংযোজন কর ১৯৯১ খ্রিঃ এর বিধিমালা রহিত করা সত্ত্বেও উক্ত বিধিমালার অধীনকৃত বা গৃহীত ব্যবস্থা একই বিধিমালার অধীনকৃত বা গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য হবে। উল্লিখিত বিধিমালার আলোকে আপীলকারী রেয়াত বাতিলের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বিধি বহির্ভূত এবং আইন ও বিধি অনুযায়ী বাতিলকৃত রেয়াত ফেরতযোগ্য। যেহেতু, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি-১১৯(২)(খ)-তে আরও বর্ণিত মূল্য সংযোজন কর ১৯৯১ খ্রিঃ এর বিধিমালা রহিত করা সত্ত্বেও উক্ত বিধিমালার অধীন প্রদত্ত মূসক আদেশ বা নোটিশ একই বিধিমালার অধীন প্রণীত, প্রদত্ত বা জারীকৃত হয়েছে বলে গণ্য হবে"। তাই সে বিবেচনায় (Input output co-efficient) দাখিল না করার অযুহাতে আপীলকারী প্রতিষ্ঠানের রেয়াত বাতিলের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ আইন ও বিধি বহির্ভূত এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনার পরিপন্থী। এ প্রসংগে, ০৯ই ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিঃ তারিখ Streangard.Com চট্টগ্রাম কর্তৃক এর মাধ্যমে আয়োজিত "উপকরণ কর রেয়াত পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করে জনাব কাজী ফরিদ

উদ্দিন (প্রথম সচিব), মূসক নীতি, জাঃ রাঃ বোর্ড বলেন "একটি নতুন আইন বাস্তবায়ন করতে গেলে কর ফাঁকি হয় না, নিশ্চিত হয়ে শুরুতে ছয় মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত ট্রানজেকশনাল পিরিয়ড হিসেবে ট্যাক্সপেয়ারদেরকে সুযোগ দিতে হবে"। আলোচ্যক্ষেত্রে, বিজ্ঞ কমিশনার মহোদয় উল্লিখিত বক্তব্য আমলে নেন নাই, যা বিবেচনা করা উচিত ছিল বলে আপীলকারী মনে করেন। যেহেতু, আপীলকারী প্রতিষ্ঠান নিয়মিত সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরে যোগাযোগ তথা সার্কেলে মূসক রিটার্ন দাখিল করে আসছেন এবং মূসক কর্তৃপক্ষ আপীলকারীর প্রতিষ্ঠান নিয়মিত তদারকিও করছেন। আলোচ্যক্ষেত্রে, নতুন আইনে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা ২০১৬ প্রবর্তন বিষয়টি তথা (মূসক-৪.৩) ঘোষণা আপীলকারীপক্ষকে মৌখিকভাবে কিংবা কোন পত্র যোগাযোগের মাধ্যমেও অবহিত করা হয়নি। উল্লেখ্য, "মূসক কর্তৃপক্ষের শুধুমাত্র রাজস্ব আদায়ের বিষয়টি মূখ্য নহে, রাজস্ব দাতাকে রাজস্ব প্রদানে উৎসাহী করা তথা আইন ও বিধির পরিবর্তন সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করাও আবশ্যিক বটে।" তাই মূসক কর্তৃপক্ষের এ ধরনের অসতর্কতার কারণে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতির বিষয়টি বিবেচনার দাবী রাখে এবং প্রতিকার পাইতে আইনতঃ হকদার। অতএব, আপীলকারী প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় হিসাব পুস্তক, কর চালানপত্র ও মাসিক দাখিলপত্র যথাযথভাবে পরীক্ষান্তে মূসক কর্তৃপক্ষ কোন অনিয়ম বা মূসক ফাঁকির তথ্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ফলে রেয়াত বাতিলের সিদ্ধান্তটি মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক তত্ত্ব আইনের ধারা-১৩৭ ও একই বিধির ১১৯ অনুযায়ী প্রত্যাহারযোগ্য এবং অত্র আপীলটি আপীলকারীর অনুকূলে মঞ্জুরযোগ্য।

#### ৫. রেসপনডেন্টপক্ষের বক্তব্য

৫. অপরদিকে, রেসপনডেন্টপক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, উক্ত ০৬নং ক্রমিকের অধীন (ক) অনুচ্ছেদে আপীলকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত বক্তব্য আমলযোগ্য নয়। আপীলকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক বা সহগ মূসক-৪.৩ এর অনুমোদন গ্রহণ না করে পণ্য সরবরাহ করেছেন। যা সম্পূর্ণ আইনের পরিপন্থী কার্যক্রমের সামিল। ফলে পণ্য উৎপাদন, পণ্য সরবরাহ এবং রেয়াত গ্রহণ কার্যক্রম

স্বাভাবিক ছিলো না। এমতাবস্থায়, বিষয়টি অধিক নিশ্চিত করে বিজ্ঞ কমিশনার কর্তৃক ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি সকল কাগজপত্র, বাস্তব অবস্থা এবং আইনি বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি নিরপেক্ষ এবং প্রভাবমুক্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং-১৭০-আইন/২০১৯/২৭-মুসক, তারিখ : ১৩-৬-২০১৯ এর মাধ্যমে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ ও মূল্য সংযোজন করা বিধিমালা, ১৯৯১ এর অধীন প্রণীত সকল বিধি, প্রদত্ত আদেশ, জারীকৃত প্রজ্ঞাপন বা নোটিশা যা ১-৭-২০১৯ খ্রি. হতে কার্যকর হয়েছে এবং এসআরও নং-১৬৯-আইন/২০১৯/২৬-মুসক, তারিখ : ১৩-৬-২০১৯ খ্রি. এর মাধ্যমে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ গত ১-৭-২০১৯ খ্রি. হতে কার্যকর হয়েছে। বস্তুত কর নির্ধারণ সম্পর্কিত নোটিশের জবাব ও শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক বা সহগ (মুসক-৪:৩) দাখিল না করে বেয়াতগ্রহণ করায় ২৬,৪৯,০১৩.৭৪ (ছাব্বিশ লক্ষ ঊনপঞ্চাশ হাজার তেরো দশমিক সাত চার) টাকা এবং ঘোষণা বহির্ভূত পণ্যের উপর গৃহীত রেয়াত বাবদ ৩,৮৪,৪৮০.০০ (তিন চুরাশি হাজার চার শত আশি) টাকা বাতিলযোগ্য। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ জুলাই ২০১৯ খ্রিঃ ও নভেম্বর, ২০১৯ খ্রি. কর মেয়াদে যথাক্রমে ১৭,৭১,৯৮৭.৯৮ (সতেরো লক্ষ একাত্তর হাজার নয়শত সাতাশ দশমিক নয় আট) টাকা ও ১৭,৯২,১১৩.০০ (সতেরো লক্ষ বিরানব্বই হাজার এক শত তেরো) টাকা এবং সুদ বাবদ ১,০৬,৭২১.৭৯ (এক লক্ষ ছয় হাজার সাত শত একুশ দশমিক সাত নয়) টাকাসহ সর্বমোট ৩৬,৭০,৮২৩.৪২ (ছত্রিশ লক্ষ সত্তর হাজার আটশত তেবিশ দশমিক চার দুই) টাকা ট্রেজারি জমা এ গৃহীত রেয়াত হতে প্রদেয় মূলক ৩৫,৬৪,১০১.৬৩ (পঁয়ত্রিশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার এক শত এক দশমিক ছয় তিন) টাকা অক্টোবর, ২০১৯ খ্রি ও নভেম্বর, ২০১৯ খ্রি. কর মেয়াদের দাখিলপত্রের মাধ্যমে সমন্বয় করেছেন। তবে, দাখিলপত্রগুলো ৩০-১-২০২১ খ্রি. তারিখে সার্কেল অফিসে দাখিল করেছেন। প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ট্রেজারি জমা ও গৃহীত রেয়াত হতে প্রদেয় মুসক বাবদ ৩৫, ৬৪.১০১.৩০ (পঁয়ত্রিশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার এক শত এক দশমিক ছয় তিন) টাকা সমন্বয় করা হয়েছে। অপরদিকে গৃহীত রেয়াত বাবদ ২৬,৪৯,০১৩.৭৪ (ছাব্বিশ লক্ষ ঊনপঞ্চাশ হাজার তেরো দশমিক সাত চার) টাকা ও ৩,৮৪,৪৮০.০০ (তিন লক্ষ চুরাশি হাজার চার শত আশি)

টাকা ড্যাট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাতিল করা হয়েছে। গৃহীত রেয়াত বাতিলযোগ্য বিধায় প্রদেয় মুসক ট্রেজারি চালানোর মাধ্যমে পরিশোধযোগ্য। তাছাড়া, সুদ বাবদ ১,০৬,৭২১.৭৯ (এক লক্ষ ছয় হাজার সাত শত একুশ দশমিক সাত নয়) টাকার পরিবর্তে (৭০,৮৭৯,৫২ + ৭১,৬৮৪.৫৫) = ১,৪২,৫৬০.০৭ (এক লক্ষ বৈয়ত্রিশ হাজার পাঁচ শত ষাট দশমিক শূন্য সাত) টাকা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিশোধ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ গৃহীত রেয়াত, ট্রেজারি জমা, প্রদেয় মুসক সমন্বয় ইত্যাদি যাচাই করার লক্ষ্যে গঠিত কমিটি বারবার অনুরোধ করা হলেও প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কালক্ষেপণ করে ২৬-৭-২০২১ খ্রি. তারিখে চাহিত দলিলাদি (ক্রয় হিসাবপুস্তক মুসক-৬.১ এবং বিক্রয় হিসাব পুস্তক মুসক-৬.২) দাখিলের জন্য ০৭ (সাত) কর্ম দিবস সময়ে চেয়ে আবেদন করেন। আবেদিত সময় অতিক্রান্ত হলেও প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ দলিলাদি দাখিল করেননি। তাছাড়া, একই বিষয়ে একাধিকবার প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষে ফোন করা হলেও কোনো ধরনের ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়নি। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের এধরনের আচরণ যারা ইহাই প্রমাণ করে যে, প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ বিচার কার্যকে বাঁধাযুক্ত করা এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাতে বিচারকার্য সম্পাদন না করা যায় সেদিকে দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপণ করা। সার্বিক বিষয়টি বিবেচনা করে গৃহীত রেয়াত বাবদ ৩০,৩৩,৪৯৩.৭৪ (ত্রিশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার চার শত তিরানব্বই দশমিক সাত চার) টাকা এবং প্রদেয় মূলক বাস (১৭,৭১,৯৮৭.৯৮ + ১৭,৯২,১১৩.৬৫) = ৩৫, ৬৪, ১০০.৯৮ (পঁয়ত্রিশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার এক শত দশমিক নয় আট) টাকাসহ সর্বমোট ৬৫,৯৭,৫৯৫.০০ (পঁয়ষট্টি লক্ষ সাতানব্বই হাজার পাঁচ শত পঁচানব্বই) টাকা আদায়যোগ্য মর্মে নিশ্চিত করে প্রতিবেদন বিজ্ঞ কমিশনার বরাবরে দায়ের করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বিজ্ঞ কমিশনার আদেশ তারিখ ২০-৯-২০২১ খ্রি. সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৭৩(২) এর ক্ষমতা বলে পরিশোধের জন্য প্রচার করেন। আলোচ্য হেতুবাদ ৬-এর বিপরীতে উক্ত অনুচ্ছেদের বিপরীতে প্রদত্ত বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। সকলে অবগত আছে যে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক তথ্য আইন, ২০১২ ও মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ বিগত ১-৭-২০১৯ খ্রি. হতে কার্যকর করা হয়েছে। উক্ত আইন বিধিমালার বিধি মোতাবেক আপীলকারী প্রতিষ্ঠানের উপর উপকরণ-উৎপাদ সম্প (মুসক-৪:৩) ঘোষণা দেওয়ার বিধান থাকলেও উক্ত প্রতিষ্ঠান মুসক-৪.৩ দাখিল না করে উপকরণ করা বেয়াত গ্রহণ করেছেন, যা সম্পূর্ণ বেআইনি মনোভাবের সামিল

বিধায় উক্ত রেয়াত কমিশনার কর্তৃক বাতিলপূর্বক মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৭৩(২)) মোতাবেক পরিশোধের আদেশ নথি নং ৪র্থ /এ (১২) ২১৬/মুসক- পরিহার/রিলেয়েঙ্গ ক্যান/সংদঃ/২০২০ /৫১৪৩(১-৬), তারিখ ২০-৯-২০২১ খ্রি. মূলে জারী করা হয়। আদেশটি being well-founded and self-explanatory is liable to be declared to have been passed with lawful authority and is of legal effect. আলোচ্য হেতুবাদ ০৬ এর বিপরীতে উক্ত অনুচ্ছেদে প্রদত্ত বক্তব্য is substantially incorrect and liable to be rejected. মাসিক মুসক দাখিলপত্র দাখিল এবং অনাপত্তিতে গৃহীত হয়েছে মর্মে প্রদত্ত বক্তব্য দ্বারা আপীলকারী প্রতিষ্ঠান বিধি বহির্ভূতভাবে রেয়াতগ্রহণের দায় হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোনো সুযোগ আইনে নেই। কাজেই বিধি বহির্ভূতভাবে গৃহীত রেয়াত ও পরিহারকৃত মুসক বাবদ ৬৫,৯৭,৫৯৫.০০ (পঁয়ষট্টি লক্ষ সাতানব্বই হাজার পাঁচ শত পঁচানব্বই) টাকা পরিশোধযোগ্য। আলোচ্য হেতুবাদ ৬ এর বিপরীতে উক্ত অনুচ্ছেদে প্রদত্ত বক্তব্য গ্রহণ করার কোনো সুযোগ নেই। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি-১১৯(২) (ক) তে কৃত বা গৃহীত ব্যবস্থা এই বিধিমালার বিধানাবলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য হবে। কাজেই উক্ত বিধিমালার আলোকে আপীলকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত রেয়াত বিধি বহির্ভূত মর্মে স্বীকৃত বিধায় উক্ত রেয়াত বাতিল সংক্রান্ত আদেশটি is quite legal and justified. আলোচ্য বিপরীতে উক্ত অনুচ্ছেদে প্রদত্ত বক্তব্য বাতিল/ খারিজযোগ্য মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ১১৯ (২) (খ) তে বর্ণিত “মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ বহিত করা সত্ত্বেও উক্ত বিধিমালার অধীন প্রদত্ত মুসক আদেশ বা নোটিশ একই বিধিমালার অধীন প্রণীত, প্রদত্ত বা জারীকৃত হয়েছে বলে গণ্য হবে। সেমতে Input Output co-efficient in Form Mushak 4.3 আপীলকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিল করা হয়নি বিধায় আপীলকারী প্রতিষ্ঠানের রেয়াত বাতিলের সিদ্ধান্ত is quite legal and justified and also consistent with the SRO No. 178-Ain/91/3-Mushak, dated: 12-6-1991 promulgated by the NBR অপরদিকে আপীলকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ভ্যাট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মূল্য ঘোষণা প্রদান বিষয়ে প্রদত্ত বক্তব্য আমলযোগ্য নয় এবং রেয়াত বাতিল সংক্রান্ত সিদ্ধান্তটি মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ১০৭

ও একই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধি ১১৯ মোতাবেক is liable to be sustainable. আলোচ্য হেতুবাদ ০৬ এর বিপরীতে উক্ত অনুচ্ছেদে প্রদত্ত বক্তব্য কোনো গুণাগুণ না থাকায় উক্ত বক্তব্য is liable to be set aside. আপীলকারী প্রতিষ্ঠান মুসক ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ১২২ (২) যথাযথভাবে পরিপালন করেছেন বিধায় উক্তক্ষেত্রে এবং আপীলটি গ্রহণ করার এখতিয়ার বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের উপর বর্তায় বিধায় উল্লিখিত বিষয় দুইটির বিপরীতে মন্তব্য নিম্নপ্রয়োজন। প্রতিকার বিষয়ে ভ্যাট কর্তৃপক্ষের আরজি নিম্নরূপ: আপীলকারী প্রতিষ্ঠান আইনের প্রতি মোটেই শঙ্কাসীল ছিলেন না Input Output co-efficient in Form-Mushrak-4.3 এর অধীন প্রদান না করে বিধি বহির্ভূতভাবে রেয়াত গ্রহণ এবং মুসক পরিহার করার বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তা আদায়ের লক্ষ্যে বিজ্ঞ কমিশনার মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৭৩(২) মোতাবেক কারণ দর্শানো নোটিশ জারীর মাধ্যমে চূড়ান্ত ন্যায় নির্ণয় আদেশ তারিখ : ২০-৯-২০২১ খ্রি. প্রচার করেন। আদেশটি বিশ্লেষণে দেয়া যায় যে, উহা is based on correct appreciation and proper application of law and also based on the Doctrine of fairness and reasonableness and thus the same is liable to be sustainable according to law. ফলে কর নির্ধারণী নোটিশকে Question of law এর সম্মুখীন করত: উক্ত নোটিশকে Bad in law করার যে অভিযোগ আপীলকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উত্থাপন করেছেন উহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, বানোয়াট, কাল্পনিক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ বিধায় উক্ত বক্তব্য is liable to be set aside, অতএব, প্রার্থনা এই যে, উল্লিখিত দফা-০১ হতে দফা-০৫ এবং হেতুবাদ অংশের হেতুবাদ-০৬ এর বিপরীতে অনুচ্ছেদ-(ক) হতে (ছ) এর বিপরীতে প্রদত্ত মতামত ও আইনি ব্যাখ্যা চুলচেরা বিশ্লেষণ করত বিচারসুলভ মনোভাব পোষণের মাধ্যমে বিজ্ঞ কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত বিচারাদেশটি বহাল করত : আপীলকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উপস্থাপিত বক্তব্য সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা, দলিল পর্যবেণ সংক্রান্ত সংক্ষেপ পুনরুক্তি ও আইনের সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ সংক্রান্ত কোনো মতামত নেই বিধায় আপীলকারী প্রতিষ্ঠানের আপীল আবেদনে প্রদর্শিত ব্যাখ্যা কাল্পনিক, ভিত্তিহীন, মনগড়া ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মনোভাব দ্বারা রচিত হওয়ায়, উহা বাস্তবতা বর্জিত এবং The VAT and Supplementary Duty Act, 2012 & The VAT and Supplementary Duty

Rules, 2016 এর মূল spirit হতে বিচ্যুতির প্রমাণ বিদ্যমান থাকায় আপীলকারী প্রতিষ্ঠানের দাখিলকৃত আপীল আবেদনটি খারিজপূর্বক বিজ্ঞ কমিশনার কর্তৃক প্রচারিত কর নির্ধারণ সংক্রান্ত আদেশে বিধি বহির্ভূতভাবে গৃহীত রেয়াত ও পরিহারকৃত মূসক বাবদ ৬৫,৯৭,৫৯৫.০০ (পঁয়ষট্টি লক্ষ সাতানব্বই হাজার পাঁচ শত পচানব্বই) টাকা বহাল করণ বিষয়ে আদেশ প্রদানের জন্য সবিনয় অনুরোধ জ্ঞাপন করছি।

৬. উভয় পরে দাখিলকৃত কাগজপত্র, শুনানীকালে প্রদত্ত বক্তব্য বিবেচনায় নিয়ে এবং নথিতে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আমদানিকারক মেসার্স রিলায়েন্স ক্যান ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাঃ) লিমিটেড (ব্যবসা সনাক্তকরণ সংখ্যা: ০০০২৫৬৪২১ - ০৫০৪), এ-৩৩ ও ৩৪, বিসিক শি/এ, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম নামীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জুলাই/২০১৯ খ্রিঃ হতে সেপ্টেম্বর/২০১৯ খ্রিঃ

করমেয়াদ পর্যন্ত ২৬,৪৯,০১৩.৭৪ টাকা, অক্টোবর/২০১৯ খ্রিঃ হতে নভেম্বর/২০১৯ পর্যন্ত ৩৬,৭০,৮২৩.৪২ টাকা এবং সেপ্টেম্বর/২০২০ খ্রিঃ করমেয়াদে ৩,৮৪,৪৮০.০০ টাকাসহ সর্বমোট  $(২৬,৪৯,০১৩ + ৩৬,৭০,৮২৩.৪২ + ৩,৮৪,৪৮০.০০) = ৬৭,০৪,৩১৭.১৬$  (সাতষট্টি লক্ষ চার হাজার তিনশত সতের দশমিক এক ছয়) টাকা উপকরণ-উৎপাদ সহগ মূসক ৪.৩ ঘোষণায় সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরে দাখিল না করে বিধি বহির্ভূতভাবে রেয়াত গ্রহণ করেছেন। যা মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা-৪৬ এর উপধারা (১) এর দফা (ড) মোতাবেক বাতিলযোগ্য বিধায় একই আইনের ধারা-৭৩ এর উপধারা (২) অনুযায়ী কর নির্ধারণযোগ্য। আপনার/ আপনাদের প্রতিষ্ঠানের এহেন কার্যক্রম মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা-৩২(৫), ৩৩, ৪৫, ৪৬(ড), ৬৪ ও ৭৩ এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি-২১ ও ২৫ এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। আলোচ্য প্রতিবেদন, কারণ দর্শানো নোটিশ, কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব, পর্যালোচনা প্রতিবেদন, শুনানী গ্রহণ, সংশ্লিষ্ট নথিসহ অন্যান্য দলিলাদি পাঠ ও পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মেসার্স রিলায়েন্স ক্যান ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাঃ) লিঃ, (ব্যবসা সনাক্তকরণ সংখ্যা: ০০০২৫৬৪২১-০৫০৪), এ-৩৩ ও ৩৪, বিসিক শি/এ, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম নামীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জুলাই/২০১৯ খ্রিঃ হতে সেপ্টেম্বর/২০১৯ খ্রিঃ করমেয়াদ

পর্যন্ত ২৬,৪৯,০১৩.৭৪ টাকা অক্টোবর/২০১৯ খ্রিঃ হতে নভেম্বর/২০১৯ পর্যন্ত ৩৬,৭০,৮২৩.৪২ টাকা এবং সেপ্টেম্বর/২০২০ খ্রিঃ করমেয়াদে ৩,৮৪,৪৮০.০০ টাকাসহ সর্বমোট  $(২৬,৪৯,০১৩ + ৩৬,৭০,৮২৩.৪২ + ৩,৮৪,৪৮০.০০) = ৬৭,০৪,৩১৭.১৬$  (সাতষট্টি লক্ষ চার হাজার তিনশত সতের দশমিক এক ছয়) টাকা উপকরণ-উৎপাদ সহগ মূসক ৪.৩ ঘোষণায় সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরে দাখিল না করে বিধি বহির্ভূতভাবে রেয়াত গ্রহণ করেছেন। যা মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা-৪৬ এর উপধারা (১) এর দফা (ড) মোতাবেক বাতিলযোগ্য বিধায় একই আইনের ধারা-৭৩ এর উপধারা (২) অনুযায়ী কর নির্ধারণযোগ্য মর্মে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা-৭৩(১) মোতাবেক কর নির্ধারণী নোটিশ জারী করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠান কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন। তৎপরবর্তী আলোচ্য আপত্তি আইনানুগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। শুনানীতে প্রতিষ্ঠানের লিখিত জবাব দলিলাদির ও প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধির বক্তব্য পর্যালোচনা করে আইন ও বিধির আলোকে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সার্বিক বিষয়টি যাচাইপূর্বক অপরিশোধিত মূসকের পরিমাণ নিরূপণ করে বিচারাদেশের জারীর পূর্বে একটি প্রতিবেদন দাখিল করার উদ্দেশ্যে ০৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটি গত ১৪-৭-২০২১ খ্রিঃ তারিখের একটি প্রতিবেদন দাখিল করেন। তৎপ্রেক্ষিতে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা- ৩২(৫), ৩৩, ৪৫, ৪৬(ড), ৬৪ এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি-২১ ও ২৫ এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘনপূর্বক মেসার্স রিলায়েন্স ক্যান ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাঃ) লিঃ, এ-৩৩ ও ৩৪, বিসিক শি/এ, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম নামীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ৬৫,৯৭,৫৯৫.৩ (পঁয়ষট্টি লক্ষ সাতানব্বই হাজার পাঁচশত পঁচানব্বই দশমিক তিন শূন্য) টাকা বিধি-বহির্ভূত গৃহীত রেয়াত এবং মূসক পরিহার করার বিষয়টি সন্দেহাতীত প্রমাণিত হওয়ায় তা আদায়ের লক্ষ্যে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ ধারা-৭৩(২) মোতাবেক প্রতিষ্ঠানটির নিকট চূড়ান্ত ন্যায় নির্ণয় আদেশ জারি করা হয়। যার ফলে আলোচ্য আপীলের উদ্ভব।

৭. ট্রাইব্যুনাল নথি পর্যালোচনায় দেখতে পায় যে, প্রকৃত দলিলাদি/তথ্য উপাত্তের আলোকে অপরিশোধিত মূসক নিবন্ধণ করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেন। গঠিত কমিটি গত

১৪-৭-২০২১ খ্রি. তারিখে একটি প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং-১৭০-আইন/২০১৯/২৭ মসক, তারিখ : ১৩-৬-২০১৯ খ্রি. এর মাধ্যমে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ ও মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর অধীন প্রণীত সকল বিধি, প্রদত্ত আদেশ, জারীকৃত প্রজ্ঞাপন বা নোটিশ যা ০১.০৭.২০১৯ খ্রি. হতে কার্যকর হয়েছে এবং এসআরও নং-১৬৯-আইন/২০১৯/২৬ মসক, তারিখ ১৩-৬-২০১৯ খ্রি. এর মাধ্যমে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ গত ১-৭-২০১৯ খ্রি. হতে কার্যকর হয়েছে। সেমতে আপীলকারী প্রতিষ্ঠানের কর নির্ধারণ সম্পর্কিত নোটিশের জবাব এবং ঊনানিকালে প্রদত্ত বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক বা সহগ (মসক-৪.৩) দাখিল না করে বিধি বহির্ভূতভাবে গৃহীত রেয়াত বাবদ ২৬,৪৯,০১৩.৭৪ (ছাব্বিশ লক্ষ ঊনপঞ্চাশ হাজার তেরো দশমিক সাত চার) টাকা এবং ঘোষণা বহির্ভূত পণ্যের উপর গৃহীত রেয়াত ৩,৮৪,৪৮০.০০ (তিন লক্ষ চুরাশি হাজার চার শত আশি) টাকা বাতিলযোগ্য। আপীলকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ জুলাই, ২০১৯ খ্রি. ও নভেম্বর ২০১৯ খ্রি. মাসে যথাক্রমে ১৭,৭১,৯৮৭.৯৮ (সতেরো লক্ষ একাত্তর হাজার নয় শত সাতাশি দশমিক নয় আট) টাকা ও ১৭,৯২,১১৩.০০ (সতেরো লক্ষ বিরানব্বই হাজার এক শত তেরো) টাকা এবং সুদ বাবদ ১,০৬,৭২১.৭৯ (এক লক্ষ ছয় হাজার সাত শত একুশ দশমিক সাত নয়) টাকাসহ সর্বমোট ৩৬,৭০,৮২৩.৪২ (ছত্রিশ লক্ষ সত্তর হাজার আটশত তেইশ দশমিক চার দুই) টাকা ঐজারি জমা ও গৃহীত রেয়াত হতে প্রদেয় মসক ৩৫,৬৪, ১০১.৬৩ (পঁয়ত্রিশ লক্ষ চৌষটি হাজার এক শত এক দশমিক ছয় তিন) টাকা অক্টোবর, ২০১৯ খ্রি. ও নভেম্বর, ২০১৯ খ্রি. কর মেয়াদের দাখিল পরের মাধ্যমে সমন্বয় করেছেন। তবে, দাখিলপত্রগুলো ৩০-১-২০২১ খ্রি তারিখে স্থানীয় সার্কেল অফিসে দাখিল করেছেন। প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঐজারি জমা ও গৃহীত রেয়াত হতে প্রদেয় মসক বাবদ ৩৫,৬৪, ১০১.৬৩ (পঁয়ত্রিশ লক্ষ চৌষটি হাজার একশত এক দশমিক ছয় তিন) টাকা সমন্বয় করা হয়েছে। অপরদিকে গৃহীত রেয়াত বাবদ ২৬,৪৯,০১৩.৭৪ (ছাব্বিশ লক্ষ ঊনপঞ্চাশ হাজার তেরো দশমিক সাত চার) টাকাসহ ৩,৮৪,৪৮০.০০ (তিন লক্ষ চুরাশি হাজার চারশত আশি) টাকা অর্থাৎ সর্বমোট (২৬,৪৯,০১৩.৭৪ + ৩, ৮৪,৪৮০.০০) = ৩০, ৩৩, ৪৯৩.৭৪ (ত্রিশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার চার শত তিরানব্বই দশমিক সাত চার) টাকা অবৈধ পন্থায় গৃহীত হওয়ায় ভ্যাট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাতিল করা হয়। গৃহীত রেয়াত বাতিলযোগ্য মর্মে স্বীকৃত বিধায় প্রদেয় মসক ঐজারি চালানের মাধ্যমে

পরিশোধ করা আইনসিদ্ধ। তাছাড়া, সুদ বাবদ ১,০৬,৭২১.৭৯ (এক লক্ষ ছয় হাজার সাত শত একুশ দশমিক সাত নয়) টাকার পরিবর্তে (৭০,৮৭৯.৫২ + ৭১, ৬৮৪.৫৫) = ১,৪২,৫৬০.০৭ (এক লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশত ষাট দশমিক শূন্য সাত) টাকা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিশোধ করা হয়েছে। বর্ণিত সময়ে গৃহীত রেয়াত, ঐজারি জমা, প্রদেয় মসক সমন্বয় ইত্যাদি যাচাই করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিকে একাধিকবার অনুরোধ করা হলেও প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কালপণে করে ২৬-৭-২০২১ খ্রি. তারিখে চাহিত দলিলাদি (ক্রয় হিসাবপুস্তক মসক-৬.১ এবং বিক্রয় হিসাবপুস্তক মসক-৬.২) দাখিলের জন্য ০৭ (সাত) কর্ম দিবস সময় চেয়ে আবেদন করেন। আবেদিত সময় অতিক্রান্ত হলেও প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ বারবার বলা সত্ত্বেও দলিলাদি দাখিল করেননি। এমতাবস্থায়, বর্ণিত প্রোপটে গৃহীত রেয়াত বাবদ ৩০,৩৩,৪৯৩.৭৪ (ত্রিশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার চারশত তিরানব্বই দশমিক সাত চার) টাকা এবং প্রদেয় মসক বাবদ (১৭,৭১,৯৮৭.৯৮ + ১৭,৯২,১১৩.৬৫) = ৩৫,৬৪, ১০০.৯৮ (পঁয়ত্রিশ লক্ষ চৌষটি হাজার একশত দশমিক নয় আট) টাকা সর্বমোট ৬৫,৯৭,৫৯৫.০০ (পঁয়ষট্টি লক্ষ সাতানব্বই হাজার পাঁচশত পচানব্বই) টাকা আদায়ের লক্ষ্যে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৭৩(২) মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন। এমতাবস্থায়, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা-৩২(৫), ৩৩, ৪৫, ৪৬(ড), ৬৪ এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি-২১ ও ২৫ এর সম্পষ্ট লঙ্ঘন পূর্বক মেসার্স রিলায়েন্স ক্যান ইন্ডাস্ট্রি (প্রাঃ) লিঃ, এ-৩৩ ও ৩৪, বিসিক শি/এ, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম নামীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ৬৫,৯৭,৫৯৫.৩ (পঁয়ষট্টি লক্ষ সাতানব্বই হাজার পাঁচশত পঁচানব্বই দশমিক তিন শূন্য) টাকা বিধি-বহির্ভূত গৃহীত রেয়াত এবং মসক পরিহার করার বিষয়টি সন্দেহাতীত প্রমাণিত হওয়ায় তা আদায়ের লক্ষ্যে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ ধারা-৭৩(২) মোতাবেক প্রতিষ্ঠানটির নিকট চূড়ান্ত ন্যায় নির্ণয়ন আদেশ জারি করা হয় যা যথাযথ ও সঠিক হয়েছে বলে আপীলাত ট্রাইব্যুনাল মনে করে।

৮. উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা ও সার্বিক পর্যালোচনায় আপীলাত ট্রাইব্যুনাল এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম কর্তৃক জারীকৃত তর্কিত দাবিনামা আদেশ যথাযথ সঠিক বিধায় তাতে হস্তক্ষেপ করার যুক্তিসংগত কোন কারণ দেখা যায় না। সে কারণে আলোচ্য আপিলটি খারিজযোগ্য। এমতাবস্থায়, আলোচ্য আপিলের বিচার্য বিষয়দ্বয় আপিলকারীর প্রতিকূলে নিষ্পত্তি করা হলো।

**অতএব  
আদেশ হয় যে,**

এ আপিলটি উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানীর মাধ্যমে নামঞ্জুর করা হলো কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম কর্তৃক ২০-৯-২০২১ তারিখে প্রদত্ত আদেশ নং-৪র্থ/এ(১২)২১৬/মূসক-পরিহার/রিলায়েন্স

ক্যান/সংদঃ/২০২০ মূলে প্রদত্ত তর্কিত আদেশ এতদ্বারা বহাল রাখা হলো। এ আদেশের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি জারি করা হোক।

আমাদের কথামত লিখিত ও সংশোধিত।

Ed.

**কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল**

**বেঞ্চ-৪**

**আপীল নম্বর: ভ্যাট-৩৪/২০২২**

নথি নং-সিইভিটি/কেইস(ভ্যাট)-৩৪/২০২২/

আপীল নম্বর: ভ্যাট-৩৪/২০২২

**রায় ও আদেশের শিরোভাগ**

উপস্থিত সদস্য

১। মোঃ মোস্তবা আলী, সদস্য (কমিশনার)

২। মিয়াজী শহিদুল আলম চৌধুরী, সদস্য (জেলা ও দায়রা জজ)

১। আপীলকারী/আবেদনকারী

সান কর্পোরেশন ১০২, সাধারণ বীমা ভবন (৩য় তলা), অগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম।

২। প্রতিবাদী/রেসপনডেন্টপক্ষ

কমিশনার কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, চট্টগ্রাম।

৩। আপীলকারী/আবেদনকারীর প্রতিনিধি

উপস্থিত।

৪। প্রতিবাদী/রেসপনডেন্টের প্রতিনিধি

উপস্থিত।

৫। মামলার শুনানী গ্রহণের তারিখ

১১-১২-২০২২ খ্রিস্টাব্দ।

৬। মামলার আদেশ প্রদানের তারিখ

২২-১২-২০২২ খ্রিস্টাব্দ।

৭ পৌষ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ।

৭। তর্কিত আদেশ নং, তারিখ এবং আদেশ প্রদানকারীর বর্ণনা

কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, চট্টগ্রাম এর আদেশ নথি নং-৪র্থ/এ(১২)১০৭/মূসক-পরিহার/সান কর্পোরেশন/ধারা-৭৩/সংদঃ/২০২০/৫৯১২(১-৬), তারিখ: ১৪-১০-২০২১ খ্রিঃ।

৮। বিবেচনাধীন উপস্থাপিত নথিপত্র

মূলনথি নং-৪র্থ/এ(১২)১০৭/মূসক-পরিহার/সান কর্পোরেশন/ধারা-৭৩/সংদঃ/২০২০।